I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

Mobile Learning: Empowering Education in the Digital Age

Anima Rani Malakar
Former Student of Plassey College, Plassey, Nadia, West Bengal, India

Corresponding Author: * Anima Rani Malakar

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20712701

সারসংক্ষেপ

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে প্রযুক্তি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব খুবই গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ, আগে সেখানে শিক্ষা মানেই ছিল বই খাতা ও শ্রেনিকক্ষ, এখন সেখানে এসেছে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও অনলাইন ক্লাস। মোবাইল লার্নিং বা মোবাইল ভিত্তিক শিক্ষা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এটি শুধু ভিডিও দেখা নয়, এখানে অনলাইন লেকচার,ই-বুক, কুইজ, গেইম-ভিত্তিক লার্নিং এমনকি সরাসরি লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থাও রয়েছে।এখন প্রশ্ন আসে - এই মোবাইল লার্নিং আমাদের কিভাবে শিক্ষায় ক্ষমতায়ন করছে? -এটি সহজলভ্যতা বাড়িয়েছে। আগে যারা স্কুলে যেতে পারতো না, দূরবর্তী এলাকায় বাস করতো, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল, তাদের জন্য মোবাইল লার্নিং শিক্ষা গ্রহণের একটি বড়ো সুযোগ এনে দিয়েছে।এছাড়াও এর সাহায্য একটি ঘরের মধ্যে বসে থেকেও পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সবথেকে Best Teacher এর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সবশেষে বলতে পারি আমরা যদি সঠিকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখি, তাহলে মোবাইল লার্নিং হতে পারে ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় শিক্ষা বিপ্লব।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-05-2026
- **Accepted:** 13-06-2026
- **Published:** 16-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 915-919
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Malakar A R. Mobile Learning: Empowering Education in the Digital Age. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):915-919.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: মোবাইল লার্নিং, সহজলভ্যতা, Best Teacher, ক্ষমতায়ন.

© 2026 Anima Rani Malakar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. ভূমিকা

বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর যুগে শিক্ষার পদ্ধতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম দিক হলো মোবাইল লার্নিং। এটি এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের মাধ্যমে যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। আগে যেখানে শিক্ষা মানেই ছিল বই, খাতা ও শ্রেণীকক্ষ এখন সেখানে এসেছে মোবাইল, ইন্টারনেট ও অনলাইন ক্লাস। শিক্ষা ক্ষেত্রে মোবাইল এমন এক নমনীয়তা নিয়ে এসেছে যার ফলে শিক্ষার্থীরা অনলাইন লেকচার, ই-বুক, কুইজ ও সরাসরি লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে শিখতে পারছে। শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে লাইব্রেরি গিয়ে বইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে না তারা মোবাইল থেকে বিষয়টি গভীরভাবে জানতে পারছে। মোবাইলের মাধ্যমে শেখার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট সবসময়ই আমাদের উন্নত মানের পরিষেবা সরবরাহ করে যাচ্ছে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আর্থিক দুরবস্থার কারণে কোথাও ভালো কোচিং বা টিউশন নিতে পারছে না মোবাইলের মাধ্যমেই তারা বর্তমানে সে বিষয় শিখতে সক্ষম হচ্ছে খুব কম খরচে শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এছাড়াও তারা পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের Best Teacher এর সান্নিধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

বর্তমানে প্রযুক্তি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই Digital age শুরু হয় প্রায় ১৯৮০ সালের পর থেকে। "Claude Shannon" কে Father of digital age বলা হয়। এই Digital যুগ আসার পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকতা বেড়েছে। এর পরই Mobile Learning এর ব্যাপকতাও লক্ষ্য করা যায় তবে COVID 19 অর্থাৎ ২০২০ সালের পর থেকে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে কিভাবে মোবাইল ব্যবহার করে পড়াশোনা করতে হয়। ওই সময় তারা বিভিন্ন youtube ক্লাস করে, Google Meet ব্যবহার করে তাদের শিক্ষা চালিয়েছে। এখন AI(Artificial Intelligence) আসার পর শিক্ষার্থীদের সুবিধা বেড়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব এনেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই যে কোনো রকম তথ্য খুঁজে বার করতে এবং তা ব্যবহার করতে পারছে। যেমন- চ্যাট জিপিটি বা ডিপসিক ইত্যাদি নানা AI app ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার মান খুবই উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

2. সাহিত্য পর্যালোচনা

ডিজিটাল যুগে মোবাইল লার্নিং বা m- learning শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সময় ও স্থান থেকে মুক্ত করে শিক্ষাকে অধিক নমনীয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে (Ruiz-Martinez, Castaneda & Fernandez Breis, ২০২২), মোবাইল ডিভাইসের বিস্তার, ইন্টারনেট কভারেজের বৃদ্ধি এবং শিক্ষনীয় অ্যাপ/ওয়েব টুলের উন্নতির ফলে এটি দ্রুত গবেষনা ও বাস্তবে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠেছে (Lee, 2021; Alrasheedi, Capretz & Raza, 2015) ।

মোবাইল লার্নিংয়ের সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি :-

বহু লেখক মোবাইল লার্নিংকে সংজ্ঞায়িত করেছেন- সাধারনত এটি এমন একটি শেখার প্রক্রিয়া যেখানে সেন্সর, জিপিএস, ক্যামেরা, কনটেন্ট স্ট্রিমিং ইত্যাদি সুবিধাসম্পন্ন পোর্টেবল ডিভাইস ব্যবহার করে যে কোনো সময় / স্থানে শেখা সম্ভব হয় (Ruiz - Martinez et al.., 2022), তাত্ত্বিকভাবে মোবাইল লার্নিং কে কনস্ট্রাক্টিভিজম, সিচুয়েটেড লার্নিং ও কনেক্টিভিজমের আলোকে দেখা হয়, কারন মোবাইল পরিবেশ শিক্ষার্থীর প্রাসঙ্গিক কনটেক্সটে জ্ঞান নির্মাণকে উৎসাহিত করে (Ruiz - Martinez et al.., 2022).

প্রধান সুবিধা সমূহ :-

1. **অ্যাক্সেসিবিলিটি ও ফ্লেক্সিবিলিটিঃ-** মোবাইল ডিভাইস শিক্ষাকে সময় ও স্থানের আটকানো অবস্থা থেকে মুক্ত করে, ফলে শিক্ষা অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় (Staff & Villegas, 2020)
2. **মাইক্রো- লার্নিং ও জাস্ট-ইন-টাইম শেখা:-** সংক্ষিপ্ত মডিউল বা মাইক্রোলেসন দ্রুত রিভিশন ও কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে সহায়তা করে (Lee, 2011)
3. **ইন্টার অ্যাক্টিভিটি ও মাল্টিমিডিয়া:-** অডিও, ভিডিও ও সার্ভে/কুইজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় (Ruiz - Martinez et al.., 2022)

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

- **ডিজিটাল বিভাজন (Digital divide):-** সকল শিক্ষার্থীর কাছে ডিভাইস বা স্থায়ী ইন্টারনেট নেই- ফলে মো-লার্নিং সব ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হবে না (Alrasheedi et al.., 2015; Ruiz - Martinez et al.., 2022)
- **মনোযোগ ও বিচারধারার চাপ:-** মোবাইলের বহুমুখী অ্যাপে বিভ্রান্তি ও মনোযোগ বিচ্যুতি ঘটতে পারে, ফলে গভীর শেখার (deep learning) ক্ষেত্রে, অসুবিধা হতে পারে (Lee, 2021).
- **পেডাগজিকাল ও নীতি সমন্বয়ের অভাব:-** প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম মোবাইল উপযোগী নয়, শিক্ষক প্রস্তুতি ও ইন্সটিটিউশনাল সাপোর্টের অভাব রূপ নেয় একটি বড় বাধায় (Statt & Villegas, 2020)

কার্যকর বাস্তবায়নের নিউক্লীয় উপাদান (Critical Success Factors)

সিস্টেম্যাটিক রিভিউগুলো কয়েকটি মূল উপাদান নির্ধারণ করেছে, ডিভাইস ও নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, ব্যবহারকারী নৈর্ব্যক্তিক কনটেন্ট ডিজাইন, শিক্ষকের প্রশিক্ষন, ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস এবং শিক্ষার্থীর প্রেরনা / মনোভাব এইসবই সফল বাস্তবায়নের কৌশলগত উপাদান (Alrasheedi et al.., 2015)

প্রাসঙ্গিক গবেষনার ফলাফল (Selected empirical findings)

Ruiz-Martinez et al. (2022) জানিয়েছে শিক্ষক তৈরি মোবাইল অ্যাপগুলো প্রাথমিকভাবে স্ব-শিক্ষা ও সম্মিলিত কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এসব অভিজ্ঞতা সাধারণত নিম্ন স্তরের শিক্ষাগত, ফলাফল (low level outcomes) উন্নত করেছে, তবু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নির্ধারণে আরও দীর্ঘকালীন গবেষণা প্রয়োজন।

© 2026 Anima Rani Malakar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- Lee (2021) প্রদর্শন করেছেন যে মাইক্রো লার্নিংয়ের উপর কেন্দ্রিত গবেষনা সামগ্রিকভাবে শেখার অনুপ্রেরণা ও স্বল্প মেয়াদি ধারণ শক্তি বাড়ায়। তবে মেথডোলজিক্যাল বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

গবেষণার ফাঁক ও ভবিষ্যৎ নির্দেশনা

সাহিত্য সমীক্ষার আলোকে দেখা যায়:

1. দীর্ঘকালীন (longitudinal) গবেষনা বেশ কম, মো-লার্নিং য়ের উপর দীর্ঘমেয়াদি অ্যাকাডেমিক ও পেশাগত প্রভাব নির্ধারণের জরুরি প্রয়োজন (Ruiz-Martinez et al.., 2015).
2. উচ্চতর শিক্ষাগত দক্ষতার মূল্যায়ন (analysis, Synthesis,Creation) নিয়ে তুলনামূলক কাজ খুব সীমিত, বেশিরভাগ পরীক্ষা শুধুমাত্র স্মৃতি ও ধারণা প্রতিরোধে সীমাবদ্ধ।
3. প্রাসঙ্গিকতা ও সাংস্কৃতিক অভিযোজন- উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় ভাষা/ সংস্কৃতি মেনে কনটেন্ট ডিজাইনের উপর কাজ বাড়াতে হবে (Alrasheedi et al.., 2015),

উপসংহার

মোবাইল লার্নিং শিক্ষাকে ক্ষমতায়িত করার বড় সম্ভাবনা বহন করে- বিশেষত অ্যাক্সেস, ফ্লেক্সিবিলিটি ও অংশগ্রহন বাড়ানোর মাধ্যমে। তবে এর বাস্তব ক্ষমতায়ন নির্ভর করে অবকাঠামো, শিক্ষক দক্ষতা, কনটেন্ট ডিজাইন এবং নীতিগত সহায়তার উপর। বর্তমানে ভর করে থাকা প্রাথমিক গবেষণাগুলো ইতিবাচক ফল দেখালেও দীর্ঘমেয়াদি ও উচ্চতর জ্ঞানগত ফলাফল যাচাইয়ের জন্য পরবর্তী গবেষণা অপরিহার্য (Lee, 2021; Ruiz-Martinez et al.., 2022; Alrasheedi et al.., 2015),

3. অধ্যয়নের উদ্দেশ্যসমূহ

গবেষিকা তাঁর কাজের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি জানতে চান-

1. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইল লার্নিং -এর ক্ষমতায়ন,
2. মোবাইল লার্নিং এর ব্যবহার কোন শ্রেনির শিক্ষার্থীদের বেশি।
3. শিক্ষার্থীরা মোবাইল লার্নিং সঠিকভাবে করতে সক্ষম হচ্ছে কী।
4. মোবাইল লার্নিং এর মাধ্যমে তাঁরা কতটা উন্নত মানের পরিষেবা পাচ্ছে।
5. স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইল লার্নিং কতটা কার্যকরী হয়েছে।

4. অধ্যয়নের পদ্ধতি

গবেষিকা এই কাজটি করার জন্য Research - এর যে দুটি ধরণ হয় - Qualitative ও Quantitative, তার মধ্যে Qualitative Research টিকে Follow করে করেছেন। Qualitative Research এর মধ্যে গবেষিকা Document based analysis করেছেন যেহেতু সময় কম ছিল। এটি করার জন্য গবেষিকা কিছু Primary Source ও কিছু Secondary Source ব্যবহার করেছেন। Primary Source - ইন্টারনেটের https://www.mdpi.com লিঙ্ক থেকে যে তথ্য গবেষিকা পেয়েছেন তা হল- কোভিড ১৯ মহামারীর ফলে দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হয়, যার ফলে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন শিশু স্কুল বন্ধের সম্মুখীন হয়, যা ইউনিসেফ শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার্থদের জন্য সুবিধা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার কারণে M-learning একটি মুল্যবান সমাধান হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও লিঙ্ক https:// naerjournal.com থেকে গবেষিকা দেখেন সকল প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ মোবাইল লার্নিং কন্টেন্টের প্রতিক্রিয়াশীল নকশা অনলাইন উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটেও এর সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে। নিঃসন্দেহে শিক্ষাগত সম্পদ হিসেবে মোবাইল ডিভাইসগুলিকে একীভূত করার ফলে ইন্টারনেট সংযোগে দ্রুত অ্যাক্সেস পাওয়ার সামর্থ্য এবং অক্ষমদের মধ্যে ব্যবধান আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণ হলো সংগৃহীত তথ্যকে পদ্ধতিগত-ভাবে পরিদর্শন, পরিষ্কার, রূপান্তর এবং ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য আবিষ্কার করা এবং গবেষণার উদ্দেশ্য সফল হয়। এর মাধ্যমেই গবেষক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। গবেষিকা এই গবেষনায় যে উদ্দেশ্যগুনি সামনে রেখে গবেষনাটি করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু তথ্য পেয়েছেন তা বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখানো হল।

গবেষিকার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইল লার্নিং এর ক্ষমতায়ন। তিনি তার কাজের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষার্থীরা মোবাইলের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তাঁর শিক্ষা গ্রহন করছে। গবেষনার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আছে। কোনো জার্নাল প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

© 2026 Anima Rani Malakar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

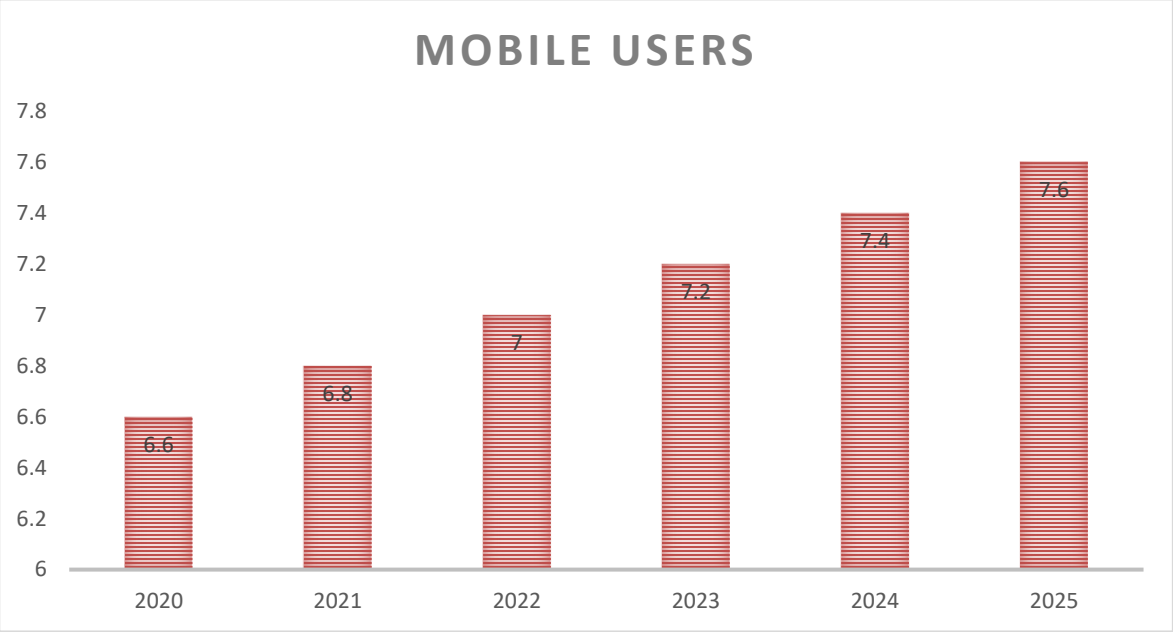

উপরের Bar Graph টি থেকে এটি স্পষ্ট যে 6 বছরের মধ্যে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে এবং এর ফলে মানুষ কিছু না কিছু মোবাইল থেকে শিখছে।

- গবেষিকা বিভিন্ন Document Study করে দেখেছেন মোবাইল ব্যবহার সব শ্রেনির শিক্ষার্থীরা করলেও এর থেকে বেশি জ্ঞান অর্জন করছে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীরা । মোবাইল লার্নিং -এ তাঁদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে যে কোনো কিছুর জন্য বই এ খুঁজতে হচ্ছে না, তা তারা ফোন থেকেই Details এ পেয়ে যাচ্ছে।
- তৃতীয় উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে গবেষিকা দেখেন কোভিড-19 এর আগে শিক্ষার্থীরা মোবাইল লার্নিং সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত না থাকলেও কোভিড এর পর শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তারা ভালোভাবে শিখে যায় কীভাবে ঘরে বসে মোবাইলকে ব্যবহার করে শিক্ষালাভ করা যায়। বলা যেতে পারে মোবাইল লার্নিং শিক্ষাক্ষেত্রকে আরও উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে।
- গবেষিকার চতুর্থ উদ্দেশ্য ছিল মোবাইল লার্নিং- এর মাধ্যমে তাঁরা কতটা উন্নত মানের পরিষেবা পাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে দেখা গেছে বর্তমানে মোবাইল লার্নিং-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করে তারা তাদের প্রয়োজন মতো শিক্ষা নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসেই বিভিন্ন প্রান্তের Best Teacher এর সান্নিধ্যে থেকে পড়াশোনা করতে পাচ্ছে এবং তা কম খরচেই। মোবাইল দিচ্ছে অনেক উন্নত মানের পরিষেবা। এমনকি মোবাইলে এই ক্লাসগুলিও হয় নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে। এছাড়াও যেসব শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাঁরাও
- মোবাইল লার্নিং এর মাধ্যমে শিখছে কারণ এখানে খরচ কম, মোবাইল ও ইন্টারনেট থাকলেই সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে।
-
- পঞ্চম উদ্দেশ্য অনুযায়ী - মোবাইল লার্নিং স্ব-শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ যথোপযুক্ত। এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই শিক্ষার্থী তার ইচ্ছানুযায়ী শিখতে পারে এবং যেকোনো সময় শিখতে পারে। যে শিক্ষার্থীর যে দিকে আগ্রহ সে তেমন ভাবেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। শুধু যে শিক্ষার্থী ভিডিও দেখে শিখবে এমনটা নয়, বিভিন্ন কুইজ, লাইভ, গেম ভিত্তিক লার্নিং-ও করতে পারে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ব্যবহার করে। মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তার নিজের গতিতে যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় শিক্ষা নিতে সক্ষম। সুতরাং বলা যায় স্ব-শিক্ষাক্ষেত্রে মোবাইল লার্নিং এর বিকল্প নেই।

5. ফলাফল ও উপসংহার

আমরা যদি সঠিকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখি তাহলে মোবাইল লার্নিং হতে পারে ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় শিক্ষা বিপ্লব। গ্রাম হোক বা শহর, গরীব হোক বা ধনী সবার হাতে পাঁছে যাবে শিক্ষার আলো। মোবাইল লার্নিং এ যেহেতু সকলের সমান অধিকার থাকে ফলে এটি বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়। এটি শিক্ষাক্ষেত্রকে খুবই আকর্ষনীয় করে তুলেছে এবং গবেষনার ক্ষেত্রকেও আরও প্রসারিত করেছে। ডিজিটাল যুগে মূল্যায়ন ব্যবস্থাতেও অনেক উন্নতি ঘটেছে। এটি বিশেষত কর্মজীবিদের জন্যও বিশেষ কার্যকারী ভূমিকা পালন করে থাকে, তাঁরা এর মাধ্যমে নতুন Skill শিখতে পারেন।

শেষে বলা যায় মোবাইল লার্নিং কোনো বিকল্প নয়, বরং শিক্ষার একটি শক্তিশালী সম্পূরক।আমরা যদি এর সদ্ব্যবহার করি, তাহলে ডিজিটাল যুগে শিক্ষা হবে আরও সহজ, সবার জন্য সমান সুযোগসম্পন্ন ও শক্তিশালী।

তথ্যসূত্র

1. J John WB, James VK, Arbind KJ. Research in education. Noida (UP): Pearson Education Publishers; 2016.

© 2026 Anima Rani Malakar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Kothari CR, Garg G. Research methodology: Methods and techniques. New Delhi: New Age International Publishers; 2022.
3. Koul L. Methodology of educational research. Ahmedabad (GJ): Vikas Publishing House; 2020.
4. Mangal SK, Mangal U. Essentials of educational technology. New Delhi: Prentice Hall India Publishers; 2009.
5. Pathak RP. Educational technology. Noida (UP): Pearson Education; 2011.
6. Chattoraj AS. Shiksha Projukti [Education Technology]. Kolkata: Central Library; 2018. Bengali.
7. Sen MK. Shiksha Projuktibigyan [Educational Technology Science]. Kolkata: Soma Book Agency; 2013. Bengali.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

Anima Rani Malakar is a former student of Plassey College, Nadia, West Bengal, India. She has a keen interest in education, social development, and academic research. Her academic journey reflects a commitment to learning and personal growth, with a focus on contributing to educational and community-oriented initiatives.

© 2026 Anima Rani Malakar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/